বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান-২০১০

১ম - ৮ম পর্ব পর্যন্ত তাত্ত্বিক ধারাবাহিক বা ব্যবহারিক ধারাবাহিক পরীক্ষার নিয়মাবলী ঃ

১. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকল ছাত্র/ছাত্রীকে অবশ্যই ৮০% উপস্থিতি থাকতে হবে। নতুবা বৃত্তি বাতিল হবে। তাছাড়া উপস্থিতি জন্য নির্ধারিত নম্বর তাত্ত্বিক ধারাবাহিক বা ব্যবহারিক ধারাবাহিক এর সাথে যোগ হবে না।

একটি বিষয়ের চারটি অংশ। ব্যবহারিক অংশে আলাদা আলাদা ভাবে পাশ করতে হবে।

TC (Theory Continuous)	TF (Theory Final)	PC (Practical Continuous)	PF (Practical Final)
TC (ক্লাশ টেষ্ট, কুইজ টাইপ, উপস্থিতি, ক্লাশ টেষ্ট ফাইনাল) বাধ্যতামূলক	TF -(পর্ব সমাপনী পরীক্ষা)	PC -(ব্যবহারিক ধারাবাহিক) PC -তে ফেইল হলে পর্বফেল	PF -(ব্যবহারিক সমাপনী) PC তে ফেল হলে PF-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।

২. যদি কোন ছাত্র/ছাত্রী তাত্ত্বিক ধারাবাহিক এবং তাত্ত্বিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় সম্মিলিতভাবে নূন্যতম D গ্রেড পেয়ে পাশ করতে হবে। ব্যবহারিক ধারাবাহিক এবং ব্যবহারিক সমাপনী পরীক্ষায় পৃথক পৃথক ভাবে পাশ করতে হবে। ব্যবহারিক ধারাবাহিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পর্ব ফেল বলে গন্য হবে।

৩. যদি কোন ছাত্র/ছাত্রী পর্বফেল হয় তবে তাকে পরবর্তীতে সংশিণ্ঢষ্ঠ পর্বে বোর্ডে পূনঃ ভর্তি হয়ে উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে অধ্যায়ন করে নিয়মিতভাবে অধ্যায়ন করে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী হিসেবে উক্ত বিষয় সমূহে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। নিম্নে একটি বিষয়কে উদাহরণ হিসাবে উলেণ্ঢখ করা হলো ঃ

১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

১. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকল ছাত্র/ছাত্রীকে অবশ্যই ৮০% উপস্থিতি থাকতে হবে। নতুবা বৃত্তি বাতিল সহ পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২. পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় দুই বিষয়ের অতিরিক্ত ফেল করলে পর্ব ফেল হবে।

৩. কোন ছাত্র/ছাত্রী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় দুই বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যববহারিক অংশে ফেল করলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে সাময়িক ভাবে পরবর্তী পর্বে অধ্যায়নের সুযোগ দেওয়া হবে।

(ক) এরূপ অনধিক দুই বিষয়ের অকৃতকার্য হয়েছে শুধুমাত্র সেই বিষয়/বিষয়সমূহ পরবর্তী পর্বে ক্লাশ শুর"র ৪০ দিনের মধ্যে পরিপূরক পরীক্ষায় নির্ধারিত পরীক্ষা ফি দিয়ে অংশ গ্রহণ করবে। (বোর্ড থেকে প্রশ্নপত্র ও খাতা আসবে)

(খ) পরিপূরক পরীক্ষা দিয়ে পূনরায় অকৃতকার্য হলে, সে ছাত্র পর্ব ফেল হবে।

(গ) এছাড়া তিন বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্র/ছাত্রীরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট পর্বে পর্ব ফেল হবে।

৪. যদি কোন ছাত্র পর্বফেল হয়, তাহলে তাকে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ঠ পর্বে বোর্ডে পূনঃ ভর্তি হয়ে নিয়মিতভাবে অধ্যায়ন করে, সকল বিষয়ে তাত্ত্বিক ও সমাপনী পরীক্ষায় ধারাবাহিক ও ব্যবহারিক অংশে পৃথক পৃথক ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

১. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকল ছাত্র/ছাত্রীকে অবশ্যই ৮০% উপস্থিতি থাকতে হবে। নতুবা পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২. পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় যে কোন এক/দুই তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তী পর্বে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীরা পরবর্তী পর্বে অধ্যায়নের সুযোগ পাবে।

৩. কোন ছাত্র/ছাত্রী তিন বা ততোধিক বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারাবাহিক ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে; উক্ত ছাত্র/ছাত্রী পর্ব ফেল হবে। উক্ত ছাত্র/ছাত্রী যে পর্বে অকৃতকার্য হয়েছে পরবর্তী সংশিণ্ঢষ্ট পর্বে ধারাবাহিক ভাবে অধ্যায়নকরে তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক সমাপনী ও ধারাবাহিক অংশে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উক্ত সময়ের ভিতরে সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় কৃতকার্য না হলে ঐ ছাত্র আর কোন অবস্থায় পড়াশুনার সুযোগ পাবে না

৪. কোন ছাত্র/ছাত্রী ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় সর্বাধিক দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে; তবে পূর্বের পর্বের অকৃতকার্য বিষয়গুলো বোর্ড নির্ধারিত পরীক্ষাফি ও কেন্দ্রফি প্রদান করে ৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সাতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৫. কোন ছাত্র/ছাত্রী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণে অকৃতকার্য হলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণে অকৃতকার্য ঘোষনা করা হবে। পরবর্তীতে উক্ত ছাত্র/ছাত্রী পরবর্ততে অনিয়মিত হিসেবে গন্য হবে।

তাত্ত্বিক ধারাবাহিক নম্বর বন্টন ব্যবস্থা (TC) ঃ

নিম্নে উলেণ্ডখিত বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণ একান্ত বাধ্যতামূলক; কেননা প্রতিটি নম্বর ও ডকুমেন্ট বোর্ডে প্রেরন করতে হয়।

১. ক্লাস টেস্টের জন্য ১০%
২. কুইজ টাইপের জন্য ৬%
৩. ৯০%-এর উপরে ক্লাসে উপস্থিতির জন্য ৪%
৪. ৮০-৮৯%-এর মধ্যে উপস্থিতির জন্য ৩%
৫. ৭০-৭৯%-এর মধ্যে উপস্থিতির জন্য ২%
৬. ৭০%-এর নিচে উপস্থিতি থাকলে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ডিপেণ্ডামা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলাফল বোর্ড যে ভাবে নির্ধারণ করে নিয়মাবলী ঃ

প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট প্রদান করা হবে।

প্রাপ্ত নম্বর	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)
৮০% এবং তার উপর	A^+	৪.০০
৭৫% থেকে ৮০% এর নিচে	A	৩.৭৫
৭০% থেকে ৭৫% এর নিচে	A^-	৩.৫০
৬৫% থেকে ৭০% এর নিচে	B^+	৩.২৫
৬০% থেকে ৬৫% এর নিচে	B	৩.০০
৫৫% থেকে ৬০% এর নিচে	B^-	২.৭৫
৫০% থেকে ৫৫% এর নিচে	C^+	২.৫০
৪৫% থেকে ৫০% এর নিচে	C	২.২৫
৪০% থেকে ৪৫% এর নিচে	D	২.০০
৪০% এর নিচে	F	০.০০

গড় গ্রেড পয়েন্ট হিসাব পদ্ধতি (Calculation of GPA) ঃ

নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগের ১ম পর্বে একজন শিক্ষার্থীর নম্বরের ভিত্তিতে GPA হিসাব পদ্ধতি দেখানো হল ঃ

বিষয় কোড	কোর্স	T	P	C	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)	C×GP
২৬১১	Computer Fundamental	২	৩	৩	A	৩.৭৫	১১.২৫
২৬১২	Computer Operation & Word Pro.	০	৩	১	A^+	৪.০০	৮.০০
১৬১১	Engineering Drawing	০	৬	২	B^+	৩.২৫	১৩.০০
২৭১১	Basic Electricity	৩	৩	৪	A	৩.৭৫	৩.৭৫
৩০১৩	Basic Workshop Practice	১	৩	২	A^+	৪.০০	১৬.০০
১৪১১	Mathematics - I	৩	৩	৪	A^+	৪.০০	১৬.০০
১৪১২	Engineering Science- II (Chy.)	৩	৩	৪	A^+	৪.০০	৪.০০
১১১১	Bangla - I	২	০	২	B^+	৩.২৫	৬.৫০
১১১২	English - I	২	০	২	A	৩.৭৫	৭.৫০
১১১৩	Social Science-I (Civics)	২	০	২	A	৩.৭৫	৭.৫০
	মোট			২৫			৯৩.৫০

$$pC = ২৫ \quad p(C \times GP) = ৯৩.৫০$$

$$GPA = \frac{p(C \times GP)}{pC} = \frac{৯৩.৫০}{২৫} = ৩.৭৪$$

ডিপেণ্ঢামা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলাফল ১ম-৮ম পর্ব পর্যন্ত নিম্নে লিখিত হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী CGPA (Cumulative Grade Point Average) হিসাব পদ্ধতিঃ

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক GPA	গুরুত্ব	গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ (X)
১ম	৩.৫০	৫%	০.১৭৫
২য়	৩.৬০	৫%	০.১৮০
৩য়	৪.০০	৫%	০.৪০০
৪র্থ	৩.৮২	১৫%	০.৩৮২
৫ম	৩.৯০	১৫%	০.৫৮৫
৬ষ্ঠ	৪.০০	২৫	০.৮০০
৭ম	৩.৭০	১০%	০.৩৭০
৮ম	৩.৮২	১০%	০.৯৫৫
			৩.৮৪৭

p X = ৩.৮৪৭

CGPA = ৩.৮৫

ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ঃ

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে	১০০% এর ক্ষেত্রে	৫০% এর ক্ষেত্রে
ক. জব/এক্সপেরিমেন্ট	৬০%	২৫%
খ.বাড়ির কাজ	১০%	৫%
গ. জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	১০%	৫%
ঘ. জব/এক্সপেরিমেন্টের উপর মৌখিক পরীক্ষা	৮%	৫%
ঙ. আচরণ	২%	২%
চ.উপস্থিতি	১০%	৮%

ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী মূল্যায়ন ঃ

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে	৫০% এর ক্ষেত্রে
ক. জব/এক্সপেরিমেন্ট	৩০%
খ. জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট	১০%
গ. জব/এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সময়ে মৌখিক পরীক্ষা	১০%

ফলাফল সংক্রান্ত ঃ

১ম-৩য় পর্ব পর্যন্ত তাত্ত্বিক ধারাবাহিক ঃ

১. **TC** পরীক্ষার ফলাফল (ক্লাশ টেষ্ট (পরীক্ষার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে জানান হবে), কুইজ টাইপ, উপস্থিতি) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক ক্লাশেই জানাবেন এবং নোটিশ বোর্ডে **TC** ও **PC** ফলাফল প্রকাশ করা হবে। **TF** বা সমাপনী পরীক্ষার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সম্পূর্ন ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ফলাফলের ব্যাপারে কোন ছাত্রের আপত্তি থাকলে তাহার জন্য ১০০/- টাকা পুনঃ নিরীক্ষণ ফি জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। তিন দিনের মধ্যে নিরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হবে। ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর, যে সকল ছাত্রদের দুটি অকৃতকার্য বিষয় থাকলে; তার পরবর্তী পর্বে ক্লাশ শুরু হওয়ার ৪০ দিনের মধ্যে পরিপূরক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতকার্য হলে চুড়ান্ত ভাবে পরবর্তী পর্বে উত্তীণ হবে। ফলাফল সম্পুর্ন হওয়ার পর টেবুলেশনশীট বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

৪ম-৭য় পর্ব পর্যন্ত তাত্ত্বিক ধারাবাহিক ঃ

২. **TC** পরীক্ষার ফলাফল (ক্লাশ টেষ্ট, কুইজ টাইপ, উপস্থিতি) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক ক্লাশেই জানাবেন এবং নোটিশ বোর্ডে **TC** ও **PC** ফলাফল প্রকাশ করা হবে, অন লাইনে বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

পরীক্ষা ফি সংক্রান্ত ঃ

৩. পরীক্ষার ফি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং পরীক্ষা শুর“র তিন দিন পূর্বে পরীক্ষার প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হবে। **TC** পরীক্ষার তারিখ সংশিণ্ঠ বিষয়ের শিক্ষকগন নোটিশের মাধ্যমে জানাবেন। একাডেমিক র“টিনের তারিখ অনুযায়ী পর্ব সমাপনী পরীক্ষার তারিখ ঘোষনা করা হবে। বোর্ড থেকে প্রেরিত পরীক্ষার ফি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রদান করতে হবে এবং বোর্ড নির্ধারিত বিলম্ব ফি সহ কোন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষা ফি প্রদানে ব্যর্থ হলে; সে সকল ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষার ফি কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা হবে না। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের অনুরোধ গ্রহনযোগ্য নয়। সে ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের কিছুই করার থাকবে না। অবশ্যই পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ফি প্রদানের পরে বোর্ড থেকে প্রেরিত প্রিন্ট-আউট **(EIF)** কপিতে প্রত্যেক ছাত্রকে স্বাক্ষর করতে হবে; অর্থাৎ পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করতে হবে। অন্যথায় প্রবেশ পত্র বোর্ড থেকে আসবে না।

কলেজের নিয়মাবলী

সেমিস্টার ফি সংক্রান্ত ঃ

১. অঙ্গীকারনাম অনুযায়ী যে সকল ছাত্র/ছাত্রী এক সাথে সঠিক সময় সেমিস্টার ফি পরিশোধের করবে না, তাদেরকে পরবর্তীতে ১০০০/- (টাকা) বিলম্ব ফি সহ সেমিস্টার ফি পরিশোধ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট তারিখের পর বিলম্ব ফি সহ সেমিস্টার ফি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে; যে সকল ছাত্র/ছাত্রীদের কলেজ থেকে যে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল হবে এবং ক্লাশ থেকে বিরত রাখা হবে।

২. যে সকল ছাত্র/ছাত্রী দুই কিস্তি সেমিষ্ঠার ফি প্রদান করবে, ১ম কিস্তি সেমিষ্টার শুরুতে, ৫০০/- বিলম্ব ফি সহ সেমিস্টার ফি পরিশোধ করতে হবে এবং ২য় কিস্তি ক্লাস টেস্ট ফাইনাল পরীক্ষার সময়, , ৫০০/- বিলম্ব ফি সহ সেমিস্টার ফি পরিশোধ করতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের পর বিলম্ব ফি সহ সেমিস্টার ফি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে; যে সকল ছাত্র/ছাত্রীদের কলেজ থেকে যে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল হবে এবং ক্লাশ থেকে বিরত রাখা হবে।

৩. যে সকল ছাত্র/ছাত্রী মাসিক ভিত্তিতে ১-১০ তারিখের মধ্যে সেমিস্টার ফি দিতে ব্যর্থ হলে ২০০/- (টাকা) বিলম্ব ফি সহ ১৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করতে হবে। ১৫ তারিখের পর বিলম্ব ফি সহ সেমিস্টার ফি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে; বিলম্ব ফি-এর সাথে প্রতিদিনের জন্য ২০/- (টাকা) হারে প্রদান করতে হবে এবং ক্লাশ থেকে বিরত রাখা হবে; যা তার বৃত্তির উপর প্রভাব পরবে।

৪. কোন ছাত্র যদি অঙ্গীকারনামায় উল্লেখিত সেমিস্টার ফি প্রদানের নিয়ম পরিবর্তন করতে চায়; তাহলে ২০০/- (টাকা) প্রদান করে অভিভাবকের আবেদনের প্রেক্ষিতে চার বৎসরে শুধুমাত্র একবারই পরিবর্তন করতে পারবে।

৫. কোন ছাত্র পর্বফেল করলে; তাকে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ঠ পর্বে বোর্ডে পূর্ণঃ ভর্তি হতে হবে এবং সেশন ফি পরিশোধ করতে হবে।

৬. কোন ছাত্র কোন পর্বে পড়াশুনা থেকে বিরত থাকলে; তাকে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ঠ পর্বে বোর্ডে পূর্ণঃ ভর্তি হতে হবে এবং সম্পূর্ণ সেমিস্টার ফি পরিশোধ করতে হবে।

বৃত্তি সংক্রান্ত ঃ

১. যেহেতু উপস্থিতির জন্য অঙ্গীকারনাম অনুযায়ী সকল ছাত্রদের অগ্রিম বৃত্তি দেওয়া হয়েছে, সেহেতু উপস্থিতির বৃত্তি বাতিল হলে গণনার ১০ দিনের মধ্যে বৃত্তির টাকা কলেজকে ফেরৎ দিতে হবে। যদি কোন ছাত্র অসুস্থ থাকার কারনে উপস্থিত থাকতে না পারে; তাহলে মেডিকেল সার্টিফিকেট সহ অভিভাবকে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদন করতে হবে। সেই আবেদন পত্রে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষকের স্বাক্ষর নিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। অভিভাবক ছাড়া অনুপস্থিতির ছুটি বলে গন্য করা হবে না। (এক্ষেত্রে উপস্থিতির নম্বর প্রদান করা হবে না।

২. যদি কোন ছাত্র কোন বিষয়ে রেফার্ড পায়, তাহলে প্রথম বার তার ফলাফলের বৃত্তির বাতিল হবে না, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় বার পূনরায় পরীক্ষা দিয়ে রেফার্ড পেলে, সেক্ষেত্রে তার ফলাফলের বৃত্তি বাতিল হবে। সেহেতু ফলাফল প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে ফলাফলের অগ্রিম বৃত্তির টাকা ফেরৎ দিতে হবে। (অঙ্গীকারনাম অনুযায়ী)

৩. যে সকল ছাত্র/ছাত্রী মাসিক ভিত্তিতে সঠিক সময়ে সেমিস্টার ফি প্রদান করে; কিন্তু সে সকল ছাত্র/ছাত্রী বিলম্ব ফি সহ নির্দিষ্ট তারিখে সেমিস্টার ফি প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদেরকে ক্লাশ থেকে বিরত রাখা হবে।

৪. অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী যে সকল ছাত্রদের **GPA** ভিত্তিতে অগ্রিম বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে; তাদের **GPA** অঙ্গীকারনাম অনুযায়ী আশানুরূপ না হলে তাদের **GPA** বৃত্তি বাতিল হবে।

৫. যে ছাত্র/ছাত্রী এক সাথে সেমিস্টার ফি প্রদান করে তারা যদি বিলম্ব ফি সহ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সেমিস্টার ফি প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদের বইয়ের জন্য যে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তঅ বাতিল হবে এবং ক্লাশ থেকে বিরত রাখা হবে।

বই সংক্রান্ত ঃ

কলেজ লাইব্রেই থেকে বই নিলে, সে বই নিদিস্ট তারিখের মধ্যে ফেরত না দিলে, সম্পুন বই এর দাম দিতে হবে।

সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজ পত্র উত্তোলনের নিয়মাবলী ঃ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে (১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের মার্কশীট) কলেজ থেকে এবং ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পর্বের মার্কশীট বোর্ড থেকে কলেজে আসার পর প্রদান করা হবে। প্রতিটি মার্কশীট ১৫০/- টাকার বিনিময়ে আবেদনের মাধ্যমে কলেজ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

১. ডিপেণ্ঢামা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর ঃ

(ক) মূল সার্টিফিকেট বোর্ড থেকে কলেজে আসার পর ২৫০/- টাকার বিনিময়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে সংগ্রহ করতে পারবে।

(খ) কলেজের সনদপত্র ২০০/- টাকার বিনিময়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে সংগ্রহ করতে পারবে।

(গ) ৮ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় শেষ হওয়ার ২০ দিন পর আবেদনের প্রেক্ষিতে কলেজে যদি কোন প্রকার লেনদেন না থাকে তাহলে ১০০/- টাকার বিনিময়ে কোর্স কমপিণ্ঢট সার্টিফিকেট আবেদনের প্রেক্ষিতে সংগ্রহ করতে পারবে।

(ঘ) কলেজে সংরক্ষিত এস.এস.সি-এর কাগজ পত্র ডিপেণ্ঢামা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের পর বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

অঙ্গীকারণামা অনুযায়ী কোন ছাত্র ৪র্থ পর্বের পূর্বে ভর্তি বাতিল/ রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবেনা। যদি কোন কারনে ভর্তি/রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হয়; তাহলে অঙ্গীকার অনুযায়ী ৪র্থ পর্ব পর্যন্ত সেমিস্টার ফি ও বোর্ড ফি প্রদান করতে হবে।

ইউনিফর্ম সম্পর্কিত ঃ

সকল ছাত্রদের সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট এবং ছাত্রীদের এ্যাপরণ পরে কলেজে আসতে হবে। কোন ছাত্র/ছাত্রী ইউনিফর্ম ছাড়া কলেজে আসলে তাকে কোন অবস্থাতেই ক্লাস র"মে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সেই দিন তাকে অনুপস্থিত হিসাবে গন্য করা হবে। যাহা তার অগ্রিম বৃত্তির উপর প্রভাব ফেলবে।

(বোর্ড/শিক্ষাপরিষদ যে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন করতে পারবে।)